"স্থানীয় নির্বাচনে কেমন প্রার্থী চাই" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা এবং 'সুজন'-এর ওয়েব-সাইট উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন

গত ৩ জুলাই **'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক'**-এর উদ্যোগে ঢাকার **সিরডাপ মিলনায়তনে "স্থানীয় নির্বাচনে কেমন প্রার্থী চাই"** শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। 'সুজন'-এর সভাপতি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক **মোজাফ্‌ফর আহমদ**-এর সঞ্চালনায় আলোচনার এক পর্যায়ে ওয়েবসাইট উদ্বোধন ও **"ভোট দেব কাকে"** শীর্ষক একটি বিশেষ ভিডিওচিত্র উপস্থাপন করা হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার **ড. এটিএম শামসুল হুদা** সংবাদপত্রে প্রকাশিত রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার দুর্নীতির চিত্র নিয়ে **votebd.org** নামে 'সুজন'-এর আরেকটি নতুন ওয়েব-সাইটের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

এ সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এক বছরের অধিক সময় নির্বাচন কমিশনে কাজ করার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশ একটি পরস্পর বিরোধিতার দেশ। আমরা একদিকে নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন চাই। আরেকদিকে অনেক বিদগ্ধজনেরা যেন তাদের পক্ষে নিরপেক্ষ হবার কথা বলেন। তিনি বলেন, সংস্কারের কাজটা খুব কঠিন। ছবিসহ ভোটার তালিকা করার সিদ্ধান্ত এটা পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনের ছিল। কিন্তু আমরা সবসময়ই দেখতে পাচ্ছি কমিশন একটা কাজ করলেই তাতে নিরুৎসাহিত করা হয়ে থাকে। ডিলিমিটেশন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা কি এই দেশের লোক না? আমাদের কি বুদ্ধি নাই? যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিঘ্নিত হবে আমরা এমন কাজ করব? স্থানীয় সরকার নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, আমরা কোন প্রার্থী হতে চাই না – নির্বাচনও করব না। তাই যোগসাজশ, নীলনকশা – কার সাথে আমাদের কী ষড়যন্ত্র করার আছে, জানি না। তিনি বলেন, দেশটা ভালো হবার ও সুষ্ঠু নির্বাচন হবার দরকার সে জায়গা থেকেই আমরা কাজটা করেছি। তিনি বলেন, আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত উপজেলা নির্বাচনের জন্য। ভালো লোক আসতে রাজি হবে কি না এ আশঙ্কা রয়েছে উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, আমরা আশা করি যে একটা ভালো নির্বাচন হবে। আমরা মনে করি, এখানে সবার সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে।

অধ্যাপক **মোজাফ্‌ফর আহমদ** তাঁর বক্তব্যে 'সুজন' এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরে বলেন, নির্বাচন কমিশন মেয়াদোত্তীর্ণ ৪টি সিটি কর্পোরেশন ও ৯টি পৌরসভার নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করেছে। আমি মনে করি, এটি একটি টেস্ট কেস। এক্ষেত্রে সিভিল সোসাইটিকে তিনি 'ওয়াচফুল' হয়ে ওঠার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করে বলেন, নির্বাচন পরবর্তী যে সহিংসহতা সে সহিংসতা যেন আমাদের আর দেখতে না হয়। ওয়েব-সাইটের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যে সমস্ত তথ্য পাওয়ার অধিকার ভোটারদের রয়েছে সেগুলো এখানে তুলে ধরা হবে। আসন্ন নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, জনগণ আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন, তাই আমরা আশা করব তারা সচেতনভাবেই তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। ভোটার লিস্ট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন উঠবে এবং এগুলোকে ক্রমান্বয়ে ঠিক করতে হবে।

"নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নির্বাচন হলেই হবে না নির্বাচন হতে হবে অর্থবহ" উল্লেখ করে মূল প্রবন্ধে 'সুজন'-এর সম্পাদক **ড. বদিউল আলম মজুমদার** বলেন, আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে হলে, সুশাসন কায়েম করতে হলে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ নির্বাচনের মাধ্যমে সকল প্রশাসনিক স্তরে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা জরুরি। আর এ জন্য প্রয়োজন সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিদের এ সকল নির্বাচনে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা আর তাদের নির্বাচিত হয়ে আসার পথ সুগম করে দেয়া। এ লক্ষ্যে নির্বাচনে প্রার্থীদের অযোগ্যতার মাপকাঠিকে আরো কঠোর করা হয়েছে, তাদের তথ্য দেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, তথ্য প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, জরুরি বিধিমালার অধীনে শাস্তিপ্রাপ্তদের আপিল নিস্পত্তির আগেই নির্বাচনে অযোগ্য করা হয়েছে এবং নির্বাচনী ব্যয়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এগুলোর থেকে সুফল পেতে হলে নির্বাচন কমিশনকে কঠোর ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে আইনের বিধি-বিধান প্রয়োগ করতে হবে এবং সরকারকে পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে উঠে সন্ত্রাসী ও দুর্বৃত্তদেরকে গ্রেফতার করতে হবে। তবে কোনভাবেই সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচন সম্ভব নয় রাজনৈতিক দলগুলোর নৈতিকতা প্রদর্শন ও সদাচরণ ব্যতীত। এক্ষেত্রে সচেতন নাগরিকদের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা রাজনীতির গুণগত মান পরিবর্তন এবং সরকারের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সোচ্চার হতে পারেন। একইসাথে তারা ভোটারদেরকে সজ্জনের পক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য প্রণোদিত ও সংগঠিত করতে পারেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়া তিনি প্রার্থীদের তথ্য প্রদান সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তথ্যগুলো দিলেই হবে না এগুলো বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। নির্বাচন কমিশনকে তথ্যগুলো দ্রুততার সাথে ওয়েবসাইটে প্রদান এবং স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশের প্রতিও এ সময় তিনি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। তথ্য যাচাই-বাছাই করে ভুল তথ্য যারা দিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যক্ষস্থা গ্রহণ করা, নির্বাচনী ব্যয় সংকোচন করা এবং এজন্য প্রজেকশন মিটিং করা; আইন ও বিধির যথার্থ প্রয়োগ নিশ্চিত করা উচিত বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সহকারি প্রফেসর **ড. মশিউর রহমান** বলেন, জনগণকে সঠিক প্রার্থী বাছাইয়ে তথ্যের মাধ্যমে সহায়তা করা, প্রার্থীদের তথ্য প্রদানে উৎসাহিত করা এবং জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার সহজতর করা এবং সৎ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করা এই নতুন ওয়েব-সাইট নির্মাণের অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়া এটি গবেষক এবং সাংবাদিকদের জন্যও সহায়ক হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। জনাব **এ এসএম শাহাজাহান** তার বক্তব্যে বলেন, খারাপ লোকের খারাপ কাজ যতটানা ক্ষতি করে তার থেকে বেশি ক্ষতি করে ভালো লোকের নিস্ক্রিয়তা। তাই খারাপ কিছু দেখলেই সকলকে সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়ে বলেন – "সি সামথিং সে সামথিং"। অনেক নির্বাচিত প্রতিনিধিই আজ দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত এই দুঃখজনক বাস্তবতা তুলে ধরে প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক জনাব **আব্দুল কাইয়ুম** বলেন, সততা, যোগ্যতা ও দক্ষতা যাদের থাকবে তারাই নির্বাচিত হবে, আর যাদেরকে নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হবার সম্ভাবনা আছে তাদেরকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখা উচিত। ভোটারদের তথ্য প্রদান ও প্রচারের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, স্থানীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে 'যিনি এলাকায় যাবেন' এটি একটি বড় যোগ্যতা হওয়া উচিত। এছাড়া স্থানীয় সরকার আইনের বাস্তবায়নের ওপরও তিনি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। আমরা রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র হারিয়ে ফেলেছি উল্লেখ করে সাবেক এমপি **নুরুল ইসলাম নাহিদ** বলেন, আইনের বাইরে যে টাকাটা খরচ হয় সেটা কালো হোক আর সাদা হোক এই পথটা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তনের ওপর গুরুত্বারোপ করে জনাব **শেখ শহিদুল ইসলাম** বলেন, রাজনীতিকে ঝামেলামুক্ত করা প্রয়োজন। রাজনীতিতে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা ঠিক নয়, বর্তমানে যেন ঘরবন্দি রাজনীতি করা হচ্ছে। অসৎ রাজনীতিবিদদের পরিবর্তে যেন সমস্ত রাজনীতিকেই কাঠগড়ায় উঠানো হচ্ছে। এর তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানান তিনি। গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের মহাসচিব **ম. হামিদ** ভারপ্রাপ্ত মেয়রদের উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, কেউ তার নিজ পদে থেকে সেই সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না – এটি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। জনপ্রতিনিধিদের ব্যবসা করার ক্ষেত্র কী থাকবে, কি থাকবে না এটির একটি নিয়মনীতি ও আচরণবিধি নির্বাচন কমিশনের করা উচিত বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এম হাফিজউদ্দিন খান, নারায়ণগঞ্জ সিদ্ধিরগঞ্জের পৌর প্রশাসক জনাব আব্দুল মতিন প্রধান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শেখ হাফিজুর রহমান, জাতীয় পার্টির অতিরিক্ত মহাসচিব সাদেক সিদ্দিকী, নাগরিক উদ্যোগের প্রধান নির্বাহি জনাব জাকির হোসেন, বাংলাদেশ টেলিভিশনের সাবেক মূখ্য বার্তা সম্পাদক জনাব রফিকুল ইসলাম সরকার, ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আবু তাহের, জনাব হান্নানা বেগম, জনাব ওলিউর রহমান প্রমুখ।

এছাড়া গোলটেবিল আলোচনা উত্থাপিত 'সুজন'-এর বিভিন্ন প্রস্তাবসমূহের সাথে উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করেন।